৩৭

যুগান্তর

তারিখ JUL 24 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

মাদ্রাসা সিলেবাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

ম। অবস্থিত জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদ্রাসা। ১৯৭৭ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ১৯৮২ সালে দাওরায়ে হাদিস (টাইটেল) সূচনার মধ্য দিয়ে মাদ্রাসাটি অগ্রযাত্রার পূর্ণতা অর্জন করে। বহুদিন আগে থেকেই মালিবাগ মাদ্রাসার সুনাম, খ্যাতি আলেম-ওলামা বিজ্ঞ মহলে ছড়িয়ে পড়ে। মালিবাগ মাদ্রাসা যেসব আলেম-উলামা তৈরি করেছে তা তার সফল অতীত ইঙ্গিত করে।

মাদ্রাসার বর্তমান ভাইস প্রিন্সিপাল ও সহ-সম্পাদক বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়ার সঙ্গে মাদ্রাসার বর্তমান অবস্থা, কওমি মাদ্রাসা সিলেবাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এক বিকালে আলোচনায় বসেছিলাম।

প্রশ্ন: পড়ালেখা ভালো, বেফাকুল মাদারিসে সুনাম অর্জনে আপনি ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে কী ভূমিকা পালন করে থাকেন?

উত্তর: লেখাপড়া সিস্টেমের কারণেই ভালো হয়। আবাসিক ছাত্রদের নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখি। নিচের ক্লাস থেকেই ছাত্রদের প্রতি আলাদা নজর রাখি। মাঝে মাঝে ভালো পড়ালেখার ওপর ছাত্রদের উৎসাহ প্রদান করি। এছাড়া সবচেয়ে বড় যে ভূমিকা তা সব ওস্তাদ মিলে ভালোভাবে পাঠদান করে থাকি এবং বিভিন্ন সময় ওস্তাদদেরও বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়ার কথা বলে থাকি।

প্রশ্ন: সরকারি স্বীকৃতির জন্য আপনারা বেফাকুল মাদারিস বোর্ড কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?

উত্তর: বেশ কয়েকবার বেফাকের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিএনপি মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়াকে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়েও বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও এর কোনও ফল হয়নি। দেয়-দিচ্ছি বলে টালবাহানা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: মাদ্রাসা বোর্ড থেকে আপনার লিখিত বই ইসলামী অর্থনীতিকে বাদ দেয়ার কারণ কী?

উত্তর: বিষয়টি এরকম নয়, বাদ দেয়া হয়নি। বরং মেশকাত জামাতে ছিল, এর নিচের ক্লাস জালালাইনে স্থানান্তর করা হয়েছে। এর কারণ হল— মেশকাত জামাতের ছাত্রদের কিতাবের চাপ খুব বেশি হয়ে যায়। তাই এটাকে স্থানান্তর করা হল।

প্রশ্ন: এ স্থানান্তরের ব্যাপারে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?

উত্তর: ব্যক্তিগত আপত্তি তো অবশ্যই আছে। সেদিন বৈঠকে আমি ছিলাম না। না থাকায় আমার কথাটি আমি বলার অবকাশ পাইনি। তো এখন বলি, যে ক্লাসে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা হয় সে-ক্লাস থেকে গুরুত্বহীনভাবে ইসলামী অর্থনীতি বাদ দেয়া আমি আদৌ সমীচীন মনে করি না। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনীতিই হল জগতের রুহ বা প্রাণ। সেখানে অর্থনীতিকে গুরুত্ব কম দেয়া খুব সুন্দর সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করি না।

প্রশ্ন: ছাত্রদের চাহিদা পূরণে এ বিষয়ে নতুন কোন বই সিলেবাসভুক্ত হবে কী না?

উত্তর: আসলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হয়েছে নতুন বই সিলেবাসভুক্ত হবে; কিন্তু বিষয়টি অনেক বড় ব্যাপার।

প্রশ্ন: যেহেতু অন্য আরেকটি বই সিলেবাসভুক্ত হবে, তাহলে নতুন বই না আসা পর্যন্ত এ বইটি থাকত?

উত্তর: সেটাই তো ভালো ছিল। কিন্তু যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা যে খুব একটা ভেবে-চিন্তে কাজটি করেছেন তা বোধ হয় না।

প্রশ্ন: আপনার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলামী বইটি কেন, কাদের জন্য লিখেছেন?

উত্তর: বই লেখার কয়েকটি কারণ আছে। ১. এ বিষয়ে ইসলামী ভাবধারার পূর্ণাঙ্গ কোন বই নেই এমনকি আমি ভারত, পাকিস্তান, আরবসহ বহু জায়গায় খোঁজ নিয়েছি, পূর্ণাঙ্গ কোনও বই পাইনি। তাই এটি একটি টপ সাবজেক্ট বলে লিখেছি, ২. আমাদের দেশের বহু আলেম রাষ্ট্রনীতি না জেনেই রাজনীতি করেন, ফলে রাজনীতি সুন্দর হয় না। একাডেমিক হয় না। যাতে আলেমরাও কিছু রাষ্ট্রনীতি জানতে পারেন তাই লিখেছি, ৩. যারা সাংসদ হবেন তারা যাতে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি সংসদে তুলে ধরতে পারেন সে উদ্দেশ্যটাও আছে।

প্রশ্ন: আপনি কওমি মাদ্রাসার ছাত্র হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পারদর্শী হলেন কীভাবে?

উত্তর: কওমি মাদ্রাসায়ও রাষ্ট্রনীতি আছে, তবে বিষয়ভিত্তিক নেই। এলোমেলোভাবে আছে। আমি ভার্সিটি পর্যায়ের বই-পুস্তক পড়াশোনা করেছি। যেসব বিষয়ে ইসলামের সঙ্গে সংঘর্ষ তা তুলে ধরেছি আর যা সংঘর্ষমুক্ত তা কোরআন-হাদিসের কোথায় আছে বলে দিয়েছি।

প্রশ্ন: মাদ্রাসা সিলেবাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

উত্তর: সিলেবাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ চিন্তা শুরু হয়েছে মাত্র। সার্বিকভাবে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে রাষ্ট্রনীতি অবশ্যই প্রয়োজন। তাছাড়া আমরা আলেমরা তিনদিকে কাজ করি ১. সামাজিক জীবনে, ২. ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে, ৩. রাজনৈতিক জীবনে। আমাদের কর্মস্থল যেহেতু রাজনীতির ময়দানও তাই রাষ্ট্রনীতি জানাও অতীব প্রয়োজন।

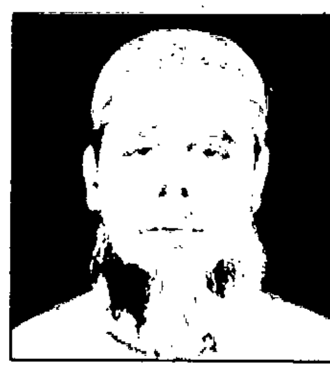

আবুল ফাতাহ মুহা ইয়াহইয়া

মালিবাগ জামেয়া কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল-২০০৪

মারহালা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মেধা তালিকা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয়-বিভাগ	পাসের হার
তাকমীল	৪৪	২	১১	১৯	২	১০০%
ফজীলত	৩৪	৩	১৩	১৬	২	১০০%
সানুবিয়া উলিয়া	৩৩	৪	১৪	১২	৩	১০০%
মতাওয়াস সিতাহ	২৫	১৮	৬	১	×	১০০%
ইবতেদায়ী	২৪	১২	৭	২	৩	১০০%
হিফজ	৮	২	৪	২	×	১০০%

কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল-২০০৫

মারহালা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মেধা তালিকা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	পাসের হার
তাকমীল	৪৫	৩	২৭	২২	৩	১০০%
ফজীলত	৩৩	১	১০	১৭	৫	১০০%
সানুবিয়া উলিয়া	৩৯	৩	১৩	১৯	৪	১০০%
মতাওয়াস সিতাহ	৩৯	২০	১১	৪	৪	১০০%
ইবতেদায়ী	৩৩	১৬	১৪	১	২	১০০%
হিফজ	১২	৭	৫	×	×	১০০%